EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

শান্তির শুরু ঘর থেকেই

আন্দ্রিয়া বটনার

"জেন্ডার সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিনের কর্মসূচি" শীর্ষক প্রচারণা চলবে এবছর ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর। তারিখটা কাকতালীয় নয়: ২৫ নভেম্বর "নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস" আর "১০ ডিসেম্বর "আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস"। জেন্ডার সহিংসতাকে "নারীর বিষয়" বলে মনে করা এবং একে সকলের সাথে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারের বিষয় হিসেবে উপলব্ধি করার মধ্যে এই ১৬ দিন একটি সেতুবন্ধন।

নিদারুন বৈষম্য প্রতিটি দেশেই নারীর জীবনকে ব্যাহত করে তোলে। আমাদের জীবনের পদে পদে বৈষম্য-নিগৃহ পিছু নেয়, যা শরু হয় জন্মের আগে থেকে। লিঙ্গ চিহ্নিত হওয়ার পর গর্ভপাত করা হয় বা ভ্রূণহত্যা করা হয়। বৈষম্যের কারণে শিশুকালে মৃত্যু হয়, খাদ্য-ওষুধে মেয়েশিশুকে অবহেলা করা হয়। যৌনাঙ্গ ছেদ করা, তথাকথিত "মর্যাদা রক্ষার" জন্য হত্যা, যৌতুকের কারণে মৃত্যু, পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে পাচার, ধর্ষণ, যুদ্ধের সময় গণধর্ষণ ও নির্যাতন, অপর্যাপ্ত মাতৃস্বাস্থ্য সেবা, সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে বিধবাদের দারিদ্র্য -- সবই নারীর প্রতি বৈষম্যের উদাহরণ। গড় হিসেবে সারাবিশ্বে প্রতি তিনজন নারীর একজন জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার শিকার। বিশ্বের কিছু কিছু অঞ্চলে শতকরা ৭০ জন্য নারী নির্যাতনের শিকার।

বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সমাজে একটা উপাদান এই পাশবিকতা ও বর্বরতাকে সূত্রবদ্ধ করে: নারীর মানবীয় মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার লালসা।

এই ষোলোদিন বিশ্বে নারীর অধিকারকে তুলে ধরবে আমরা আমাদের স্বামী বা পরিবারের জন্য কি করছি সেই হিসেবে না, বরং মানুষ হিসেবে আমরা কি। মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে ভয়ভীতি-নিপীড়ন মুক্ত জীবনযাপনের অধিকার আমাদের আছে।

অনেক নারীর জন্যই যে জায়গাটা হওয়ার কথা ছিল সবচেয়ে নিরাপদ সেটাই হয় সবচেয়ে বিপজ্জনক। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যেই নারীদের সহিংসতার শিকার হওয়ার ঝুঁকি আরো বেশি।

পারিবারিক নির্যাতন ঘরের আবদ্ধ পরিসরে, যেটাকে ব্যক্তিগত বিষয় বলে উড়িয়ে দেওয়া সহজ বা বলা চলে এটা আক্রান্ত পরিবারের জন্য একটা বিষাদময় ঘটনা। কিন্তু গৃহ-প্রকোষ্ঠে নির্যাতনের ফলাফল ছড়িয়ে চারদিকে, আক্রান্ত করে গোটা সমাজ ও সমগ্র জাতিকে। স্বাস্থ্যসেবা ও হারানো উৎপাদনশীলতার অর্থনৈতিক ব্যয় বাবদ কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই পারিবারিক নির্যাতনের জন্য প্রতিবছর খরচ হয় ৫৮০ কোটি ডলারের বেশি। ২০০৪ সালে যুক্তরাজ্যে একটি গবেষণায় দেখা যায় পারিবারিক নির্যাতনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচ প্রতি বছর ২৩০০ কোটি পাউন্ড অথবা নাগরিক প্রতি ৪৪০ পাউন্ড। সব সমাজেই পারিবারিক নির্যাতন পরিবারকে ভেঙ্গে দেয়। এর ফলে সৃষ্টি হয় দারিদ্র্য, অসাম্য, অস্থিতিশীলতা এবং বিশ্বের চোখে সরকারের অবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কারণ একটি জাতির মহত্ত সবসময় পরিমাপ করা হয় কিভাবে সে জাতি তার সবচেয়ে ঝুঁকিগ্রস্ত নাগরিকদের সাথে আচরণ করে।

অধিকাংশ দেশই পারিবারিক নির্যাতনের সময় শারীরিক আঘাত করলে ফৌজদারি আইনে বিচার করা হয়, কিন্তু ২০০৬ সালের জাতিসংঘ গবেষণায় দেখা যায়, কেবল ৮৯টি দেশ পারিবারিক নির্যাতনের শারীরিক ও আবেগীয়

নিষ্ঠুরতার বিশেষ সমন্বয়কে স্বীকৃতি দেয়। অর্থাৎ সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে আক্রমণকারী ও আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিগত বন্ধন কেমন ছিল সেটা বিবেচনায় আনা হয়।

বেসরকারি সংস্থা ও আইন প্রণয়নকারীর সংস্থাগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্ব প্রয়োজন যাতে তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করা যায়। নীতিমালা লক্ষ্যমুখী ও কার্যকর করতে হলে আমাদের প্রয়োজন আরো নিবিড় উপাত্ত সংগ্রহ।

তবে আইন ও নীতিমালা ফাঁকা বুলি মাত্র, যদি না এগুলোর কঠোর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন হয়। বাস্তবায়নের সময় স্বীকৃতি দিতে হবে যে পারিবারিক সহিংসতা অন্যান্য ফৌজদারি অপরাধ থেকে আলাদা কারণ এগুলোর বৈশিষ্ট ভিন্ন, এটা এজন্য নয় যে এটা গুরুতর অপরাধ নয়।

পুলিশ ও সমাজকর্মীদের জন্য আমাদের প্রয়োজন সমন্বিত নির্দেশিকা ও প্রশিক্ষণ। আদালত কার্যপ্রণালিতে আক্রান্ত নারীদের গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে। "ওয়ান-স্টপ সেন্টারের" সংখ্যা বাড়াতে হবে, যেখানে আক্রান্ত নারীর জন্য সহজে বিভিন্ন সংস্থার স্বাস্থ্য ও আইনগত সেবা পাওয়া যায়।

সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল আন্তর্জাতিক মান ও রীতিনীতি মেনে চলতে সরকারকে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দেখাতে হবে। আমাদের প্রয়োজন এমন নেতার যারা সুউচ্চ কণ্ঠে, সবসময় ও নাছোড়বান্দার মত বলে যাবেন যে নারীদেরও আছে সমান মর্যাদা, সমান মূল্য, এবং তারাও সমান সুরক্ষা ও সম্মান পাওয়ার অধিকার রাখে।

মাত্র ষোলো দিনে এসব লক্ষ্য অর্জন করা যাবে না। কিন্তু ষোলো দিন একটা যাত্রার শুরু- চমৎকার সূচনা, আর এটা ভাল হয়, তাহলে সেটা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে বছরের অন্য ৩৪৯ দিন যাতে আমরা আমাদের আচরণ পরীক্ষা করতে পারি এবং পদক্ষেপ নিতে পারি।

==========

আন্দ্রিয়া বটনার যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের আন্তর্জাতিক নারী বিষয়ক কার্যালয়ের পরিচালক। আন্তর্জাতিক নারী বিষয়ক কার্যালয় সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য http://www.state.gov/g/wi/ পরিদর্শন করুন।

জিআর/ ২৪শে নভেম্বর, ২০০৮

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov *এবং ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov* *) যোগাযোগ করুন।*